সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

10-November-2016

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: "যে আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়।" (মু'জামুল আওসাত, মিন আসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪৬)

গর ছে হে বে হদ কুছুর তুম হো আফওয়ুঁ গফুর,
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন সমূহ থেকে একটি নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকে আমরা "আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর ঘটনা" সম্পর্কে শ্রবণ করবো। **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে করীমের বিভিন্ন সূরায় পূর্ববর্তী উম্মতদের শিক্ষনীয় ঘটনা, তাদের উপর অবতীর্ন হওয়া বিভিন্ন নেয়ামত, আযাব এবং বিভিন্ন আশ্চার্যজনক বিস্ময় এবং নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেছেন। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর ঘটনাও কোরআনের আশ্চার্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি বিস্ময়কর এবং শিক্ষনীয় ঘটনা, যার আলোচনা কোরআনে করীমের ১৫তম পারার "সুরা কাহাফ"এ বিদ্যমান। এই ঘটনার বর্ণনা কোরআনে করীমে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা ইরশাদ করা হয়েছে:

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِیْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ اَوَى الْفِتْیَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَیِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝

(পারা ১৫, সুরা কাহাফ, আয়াত ৯,১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো? যখন ওই যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো, অতঃপর বললো, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের কাজকর্মে আমাদের জন্য সঠিক পথ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করো।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর **"সীরাতুল জিনানে"** এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে লিখেন: এখান থেকে আসহাবে কাহাফ (رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن) এর ঘটনা শুরু হয় এবং একে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** অদ্ভূত নিদর্শন সমুহের মধ্যে একটি নিদর্শন ঘোষনা করেছেন, কেননা এই ঘটনায় অনেক উপদেশ ও হিকমত রয়েছে। (সীরাতুল জীনান, পারা ১৫, কাহাফ, ৫ নং আয়াতের আলোকে, ৯/৫৪০) এই আয়াতে মুবারাকায় বিদ্যমান শব্দ "رقیم" এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "رقیم" সেই উপত্যকার নাম যেখানে আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن রয়েছেন। (তাফসীরে খাযিন, পারা ১৫, কাহাফ, ৩ নং আয়াতের আলোকে, ৯/১৯৮)

আসুন! এবার আমরা আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর রূহানী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনা সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং এ থেকে অর্জিত মাদানী ফুল গ্রহন করি:

আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর **"সীরাতুল জিনানে"** এর ৫ম খন্ডের ৫৪১ পৃষ্ঠায় আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর ঈমান তাজাকারী ঘটনা অনেকটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

www.dawateislami.net

আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن উফসুস নামক শহরের অভিজাত ও সম্মানিত লোকদের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। তাঁদের যুগে দাকইয়ানুস নামক খুবই অত্যাচারী এক বাদশাহ ছিলো, যে মানুষদের **আল্লাহ্** ব্যতিত অন্যের ইবাদত করতে বাধ্য করতো এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ্** ব্যতিত অন্যের ইবাদত করতে রাজি হতো না, তাকে হত্যা করতো। দাকইয়ানুস বাদশাহর অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে নিজের ঈমান বাঁচানোর জন্য আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن পালিয়ে গেলো এবং নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো, সেখানে তারা ঘুমিয়ে পড়লো এবং ৩০০ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলো অর্থাৎ ঘুমিয়ে ছিলো। খোঁজ নিয়ে বাদশাহ যখন জানতে পারলো যে, তারা একটি পাহাড়ের গুহায় রয়েছে, তখন বাদশাহ আদেশ দিলো যে, গুহার মুখে একটি মজবুত দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে দাও যেন তারা সেখানে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়) মরে যায় এবং সেই গুহাই তাদের কবর হয়ে যায়, এটাই তাদের শাস্তি। **(সীরাতুল জীনান, ৫/৫৪১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর ঈমান হিফাযতের ব্যাপারে কিরূপ র্দূদান্ত মাদানী মানষিকতা তৈরী হলো যে এই ব্যক্তিরা ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য এবং ঈমানের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নিজের সবকিছু কোরবানী দিয়ে গুহায় আশ্রয়গ্রহন করাকে তো মেনে নিলেন কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য (মাবুদ) রূপে মানতে পারেনি। এটাও জানা গেলো যে, ফিতনার যুগে সৃষ্টজীব থেকে পৃথক থাকা ঈমান হিফাযতের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শীগ্রই ফিতনা হবে, যাতে বসে থাকা লোক দাঁড়ানো লোক থেকে ভাল থাকবে এবং দাঁড়ানো লোক চলাচলকারী লোক থেকে ভাল থাকবে এবং চলাচলকারী লোক দৌড়ানো লোক থেকে ভাল থাকবে। যে এর (ফিতনা) দিকে তাকাবে তখন তা তাকেও নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিবে। তবে যারা বাঁচার কোন জায়গা বা আশ্রয় পাবে, তারা যেন এতে আশ্রয় নিয়ে নেয়।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৪৩৬, হাদীস নং-৭০৮২)

www.dawateislami.net

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: বসে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য এই ফিতনা থেকে দূরে থাকা, এর সাথে কোন সম্পর্ক না রাখা, এটাই উপায় ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার যে, সে না ফিতনাকে দেখবে, না তার প্রভাবে পড়বে। এবং দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য দূর থেকে দেখা, এ থেকে সতর্ক থাকা। চলাচল করা দ্বারা উদ্দেশ্য এর মধ্যে লিপ্ত হওয়া কিন্তু সামান্য পরিমানে। আর দৌড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এতে ভালভাবে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। (মীরাতুল মানাযিহ, ৭/১৯৫) বর্তমানেও নতুন নতুন ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ, সর্বদা নিজের ঈমানের হিফাযতের চিন্তায় ব্যস্ত থাকা, তাছাড়া ফিতনা থেকে বাঁচা এবং ঈমানের নিরাপত্তার জন্য উম্মতের সংশোধনের চেষ্টায় ব্যস্ত তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা এবং কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানষিকতা তৈরী হবে।

ঈমান হিফাযত এবং ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য বিশেষ ওযীফা পাঠ করার অভ্যাস গড়ুন, আসুন! ঈমান হিফাযত সম্পর্কীত কয়েকটি ওযীফা শ্রবন করি।

ঈমান সহকারে মৃত্যুর ৪টি ওযীফা

এক ব্যক্তি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন:

(১) প্রতিদিন সকালে ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

(অর্থাৎ- **হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!** তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই) পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ সহ, তাছাড়া (২) ঘুমানোর সময় নিজের সব ওযীফা পাঠ করার পর প্রতিদিন সূরা কাফিরুন পাঠ করে নিন, এরপর কথাবার্তা ইত্যাদি বলবেন না, তবে হ্যাঁ, যদি প্রয়োজনে কথা বলতে হয় তবে আবারো সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করে নিন, যেন শেষ এতেই হয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমানের সহকারে মৃত্যু হবে। এবং

www.dawateislami.net

(৩) সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়া পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ ط

(অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্!** আমরা এ কথা (বিষয়) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কোন বস্তুকে জেনে বুঝে তোমার অংশীদার বানিয়ে নেব এবং আমরা তোমার নিকট তা (শিরক) থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমরা জানি না) (আল মালফুয, ২/২৩৪)

(৪) بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

(অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা**র পবিত্র নামের বরকতে আমার দ্বীন, প্রাণ, সন্তান ও পরিবার এবং সম্পদ নিরাপদ থাকুক) সকাল সন্ধ্যা তিনবার পাঠকারী দ্বীন, ঈমান, প্রাণ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সব কিছু নিরাপদ থাকবে। (শাজারায়ে আত্তারীয়া, ১৭ পৃষ্ঠা) (অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত সময়কে "সকাল" এবং যোহরের সময় শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে "সন্ধ্যা" বলে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, ঈমান হিফাযতের জন্য এমন মন্দ সাথী থেকে বাঁচা, যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর **"সীরাতুল জিনানে"** রয়েছে: নেকী এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন, পক্ষান্তরে গুনাহ ও গুনাহের প্রতি ভালবাসা দূর্বল ঈমানের নিদর্শন। সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ, নিজের ঈমানী শক্তিকে নিজের মনের আকাঙ্খার সাথে মিলিয়ে দেখা, কেননা যার মনে সিনেমা, নাটক, নির্লজ্জতা এবং গুনাহের প্রতি ভালবাসা থাকে তার মনে নামায, যিকির, দরূদ এবং তিলাওয়াতের প্রতি ভালবাসা কিভাবে প্রবেশ করতে পারে। (তাফসীরে সীরাতুল জীনান, ১/১৬৮)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ঈমান সালামত রাখুন, ঈমান সালামতের পাশাপাশি উত্তম মৃত্যুও নসীব হোক, সবুজ গুম্বদের নীচে শাহাদতের মৃত্যু নসীব হোক, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব জায়গা নসীব হোক।

www.dawateislami.net

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরী আতা সে,
হো ঈমাঁ পর খাতেমা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাফসীরে **"সীরাতুল জীনানে"** রয়েছে; দাকইয়ানুস বাদশাহ আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ধ্বংস করার জন্য যাকে পাঠিয়েছিলো সে নেককার ব্যক্তি ছিলো, সে এই আসহাবদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নাম, সংখ্যা এবং ঘটনা একটি কাগজে লিখিয়ে তামার সিন্ধুক ভরে দেওয়ালের ভিত্তির মধ্যে সংরক্ষন করে দিলেন এবং এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে এরূপ একটি লিখা শাহী ভান্ডারেও সংরক্ষন করে রাখলেন। কিছুদিন পর দাকইয়ানুস ধ্বংস হয়ে গেলো, যুগের পরিবর্তনে বাদশাহও পরিবর্তন হতে লাগলো, এমনকি একজন নেক্কার বাদশাহ আসলো, যার নাম ছিলো বাইদরুস এবং সে ৬৮ বৎসর শাসন করলো। তার শাসনামলে দেশে ফিতনা ফ্যাসাদ শুরু হয়ে গেলো, অনেকে মৃত্যুর পর উঠা এবং কিয়ামতের প্রতিও অস্বীকার করতে লাগলো। বাদশাহ একটি নির্জন স্থানে বন্দি হয়ে রইলো এবং সে কান্নাকাটি করে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করলো; **হে আল্লাহ্ তাআলা!** এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করে দাও যাতে সৃষ্টির মৃত্যুর পর উঠা এবং কিয়ামত আসার প্রতি বিশ্বাস অর্জন হয়ে যায়। সেই যুগে এক ব্যক্তি তার ছাগল পালের আরামের জায়গা খুঁজতে গিয়ে সেই গুহার পাশে গেলো (যাতে আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن রয়েছে)। অতঃপর সে (কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে) দেওয়াল ভেঙ্গে ফেললো। দেওয়াল ভাঙ্গার পর এমন এক আতঙ্ক সৃষ্টি হলো যে লোকেরা পালিয়ে গেলো। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমে খুশি মনে উঠলো, চেহারার সতেজতা, সুস্বাস্থ্য এবং জীবনের প্রফুল্লতা বিদ্যমান ছিলো। একে অপরকে সালাম করলো এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। (সীরাতুল জীনান, ৫/৫৪২)

www.dawateislami.net

ফিতনা থেকে বাঁচুন এবং অপরকে বাঁচান

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা, যে নিজের দ্বীন ও ঈমানের হিফাযতের জন্য নিজের জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** অদৃশ্য থেকে তার নিরাপত্তার জন্য এমন উপায় সৃষ্টি করেন যে, সাধারণ জ্ঞানে তা বুঝে আসে না। যেহেতু আসহাবে কাহাফরাও رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নিজের দ্বীন ও ঈমানের হিফাযতের উদ্দেশ্যে মানুষের থেকে পৃথক হয়ে গুহায় আশ্রয় গ্রহন করেছিলো, সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলা** সেই গুহায় বিশেষ আতঙ্ক দিয়ে তাদের নিরাপত্তা দান করলেন যে, কেউ তাদের নিকট যেতে পারতো না। আমাদেরও উচিৎ, ফিতনা এবং ফিতনা সৃষ্টিকারীদের থেকে দূরে থেকে নেক লোকদের সংশ্রবের মতো এমন আশ্রয় গ্রহন করা, যা ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় হয়। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য উত্তম আশ্রয় গ্রহন করার আদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: শীগ্রই এমন ফিতনা হবে, যাতে বসে থাকা লোক দাঁড়ানো লোক থেকে ভাল থাকবে এবং দাঁড়ানো লোক চলাচলকারী লোক থেকে ভাল থাকবে এবং চলাচলকারী দৌড়নো লোক থেকে ভাল থাকবে। যে এর (ফিতনা) দিকে তাকাবে তখন তা তাকেও নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিবে। এজন্য যারা আশ্রয় বা হদিস পাবে, তবে যেন আশ্রয় গ্রহন করে নেয়। হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহত্বপূর্ণ বাণীতে বসা দ্বারা উদ্দেশ্য এই ফিতনা হতে পৃথক থাকা এবং একেবারে সম্পর্ক না রাখা, এটা এই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়, সে এই ফিতনাকে দেখবে না এবং এর প্রভাবও নেবে না। দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য দূর থেকে তা দেখা, এর থেকে সতর্ক থাকা। চলাচল করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সামান্য পরিমান লিপ্ত হওয়া। দৌড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এতে পরিপূর্ণ ভাবে লিপ্ত হওয়া। হদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ জায়গা এবং আশ্রয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে ফিতনা থেকে বাচিঁয়ে নিয়েছে অর্থাৎ হয়তো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে অথবা এমন ব্যক্তি সাথে ছিলো যে তাকে এই ফিতনা থেকে বাচিঁয়ে রাখলো। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯/২৬১০ ৫৩৮৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা) একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ রোম (পারস্য) যুদ্ধের সফরে আসহাবে কাহাফের গুহার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় গুহায় প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁকে নিষেধ করেন এবং এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

(পারা- ১৫, সুরা- কাহাফ, আয়াত- ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে উকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে পূর্ণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়বে। (তাফসীরে খাযিন, কাহাফ, ১৮ নং আয়াতে তাফসীর, ৩/২০৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن জাগ্রত হওয়ার পর একে অপরকে সর্বপ্রথম সালাম করলো এবং নামায আদায় করলো। তাদের এই আমল দ্বারা জানা গেলো, সালাম এবং নামায অনেক পুরোনো ইবাদত, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামেও এর এক বিশেষ গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে সালামের মতো প্রিয় এক সুন্নাত হারিয়ে যেতে বসেছে এবং দূর্ভাগ্যজনক ভাবে মসজিদও মুসল্লী বিহীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায় নামায আদায় করা এবং মুসলমানদের সালাম করার মনোমুগ্ধকর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ প্রদানার্থে সালাম ও নামাযের ফযিলত সম্পর্কীত দু'টি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি:

নবীয়ে আকরাম, শফিয়ে উমাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: "اَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوْا অর্থাৎ সালামকে প্রসার করো, নিরাপত্তা পাবে।" (ইবনে হাব্বান, ১/৩৫৭, হাদীস নং-৪৯১) এবং নামায সম্পর্কে ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমি আপনার উম্মতের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং এ সম্পর্কে আপনি নিজেই জামানত নিয়েছেন, যে একে নিয়মিতভাবে তার সময়ানুযায়ী আদায় করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এবং যে একে নিয়মিতভাবে আদায় করবে না তার জন্য আমার কোন জামানত নেই।" (আবু দাউদ, ১/১৮৮, হাদীস নং-৪৩০) সুতরাং আমাদের সবার উচিৎ, নিরাপত্তা অর্জনের জন্য এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য সালামের সুন্নাতকে প্রসার করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে নিয়মিত ভাবে আদায় করা। আসুন আমরা সবাই নিয়্যত করি যে, আজকের পর আমাদের আর কোন নামায কাযা হবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নামায আদায় করার পর ইয়ামলিখাকে বললো, আপনি গিয়ে বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসুন এবং এটাও জেনে আসুন যে, আমাদের সম্পর্কে দাকইয়ানুস বাদশাহর কি মনোভাব। তিনি বাজারে গেলে দেখলেন যে, বাজারের দরজায় ইসলামী নিদর্শন এবং সেখানে নতুন নতুন লোকজন, এরূপ দেখে তিনি আশ্চার্য হলেন যে, এ আবার কেমন অবস্থা? কাল পর্যন্ত তো কোন ব্যক্তিই নিজের ঈমান প্রকাশ করতে পারতো না আর আজকে ইসলামী নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তন্দুর ওয়ালার দোকানে গেলেন এবং খাবার কেনার জন্য তাকে দাকইয়ানুসী মুদ্রা দিলেন, যার প্রচলন অনেক বছর আগে শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং তা চেনারও কেউ বেঁচে ছিলো না। বাজারের লোকেরা মনে করলো যে, মনে হয় সে কোন ধন ভান্ডার পেয়েছে, সুতরাং লোকেরা তাঁকে ধরে শাসকের নিকট নিয়ে গেলো, সে নেককার ব্যক্তি ছিলো, সে তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করলো যে, ধন ভান্ডার কোথায়? তিনি বললেন: ধন ভান্ডার কোথাও নেই, এই টাকা আমার নিজের। শাসক বললো: একথা কোন ভাবেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। কেননা, এতে যে সাল লেখা আছে তা ৩০০ বছরেরও বেশি এবং আপনি এখনো যুবক আর আমরা বৃদ্ধ, আমরা তো কখনো এই সিকি (মুদ্রা) দেখিই নাই। তিনিرَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তা ঠিক ঠিক উত্তর দিলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। বলুন তো দাকইয়ানুস বাদশাহ কি অবস্থায় রয়েছে? শাসক বললো: আজকের দিনে পুরো দুনিয়ায় এই নামে কোন বাদশাহ নাই, অনেকদিন পূর্বে এই নামে একজন বেঈমান বাদশাহ ছিলো। তিনি বললেন: কালই তো আমরা তার ভয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার সাথীরা নিকটেই এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে আছে, চলো তাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। শাসক ও শহরের সরদার এবং অনেক লোক তাঁর সাথে সেই পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে গেলো। আসহাবে কাহাফগন ইয়ামলিখার অপেক্ষায় ছিলো, যখন তারা অনেক লোক আসার আওয়াজ শুনলো তখন ভাবলো যে ইয়ামলিখা আটক হয়ে গেছে এবং দাকইয়ানুসের সৈন্য আমাদের খোঁজে আসছে। সুতরাং তারা **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ করাতে লিপ্ত হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

ততক্ষনে শহরের লোকেরা পৌঁছে গেলো এবং ইয়ামলিখা অন্যান্যদের পুরো ঘটনা শুনালো, তারা বুঝে গেলো যে, আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমে এই লম্বা সময় (অর্থাৎ ৩০০ বছরেরও বেশি সময়) ঘুমিয়ে ছিলাম আর এখন এই জন্যই উঠালো যে লোকদের জন্য যেন মৃত্যুর পর জীবিত করার দলীল ও নিদর্শন স্বরূপ হয়। যখন শহরের শাসক সেই গুহার নিকট পৌঁছলো তখন সেই তামার সিন্দুকটি দেখলো, তা খুললে তা থেকে একটি কাগজ বের হলো, সেই কাগজে আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এবং তাদের কুকুরের নাম লিখা ছিলো। (সীরাতুল জীনান, ৫/৫৪২)

আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن সংখ্যা ও নাম মোবারক

খলিফায়ে মুফতী আযম হিন্দ, শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর সংখ্যা সম্পর্কে যখন লোকদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا یَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِیْلٌ ۫

(পারা ১৫, সুরা কাহাফ, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আমার রব তাদের সংখ্যা ভাল জানেন'। তাদের সংখ্যা জানে না, কিন্তু অল্প কয়েকজনই।

(আজাইবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৫৩)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: আমি সেই কম লোকদের মধ্যে একজন, যারা আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن সংখ্যা জানে। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর সংখ্যা হচ্ছে সাত জন, যাদের নাম মোবারক হচ্ছে: (১) মাকসালমিনা, (২) ইয়ামলিখা, (৩) মারতুনাস, (৪) বাইনুনাস, (৫) সারিনুনাস, (৬) যুনুয়ানাস, (৭) কাশফিতাতনুনাস رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এবং আট নম্বরে তাদের কুকুর যার নাম কিতমীর। (তাফসীরে খাযিন, পারা-১৫, কাহাফ, ২২ নং আয়াতের তাফসীর, ৪/২০৭)

আসহাবে কাহাফের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن নামের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْن তাঁদের কিতাবে আসহাবে কাহাফের নামের উপকারীতা এবং বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন, আসুন! আমরাও এই নাম সমূহের বরকত শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

বর্ণিত আছে, যদি এই নাম লিখে দরজায় লাগিয়ে দেয়া হয় তবে ঘর পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে, ধন সম্পদের মধ্যে রেখে দেয়া হলে তবে তা চুরি হবে না, নৌকা বা জাহাজ এই নামের বরকতে ডুববে না, পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি এই নামের বরকতে ফিরে আসে, কোথাও আগুন লাগলো এবং এই নাম গুলো লিখে কাপড়ে মুড়ে সেখানে ফেলে দিলো তবে **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমে আগুন নিভে যায়, বাচ্চার কান্না, ঋতুস্রাবের জ্বর, মাথা ব্যথা, উম্মুস সালিহিন (অর্থাৎ বিশেষ ধরনের মানষিক আঘাত এবং ব্যথার রোগ), স্থল বা জলজ সফর, জান মালের নিরাপত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং কয়েদিদের মুক্তির জন্য এই নাম উপকারী।

(হাশিয়াতু জমল, পারা ১৫, কাহাফ, ২২ নং আয়াতের তাফসীর, ২য় অংশ, ৪/৪২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর সিন্দুক থেকে তাঁদের নামের তালিকা ছাড়াও এটা লিখা ছিলো যে, এই জমায়েত (দল) নিজের দ্বীনের নিরাপত্তার জন্য দাকইয়ানুসের ভয়ে এই গুহায় আশ্রয় গ্রহন করলো, দাকইয়ানুস এই সংবাদ পেয়ে একটি দেওয়াল দ্বারা গুহা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলো, আমি এই অবস্থার কথা এই জন্য লিখছি যে, যখনি এই গুহা খোলা হবে তখন লোকেরা তাঁদের অবস্থার সম্পর্কে যেন অবগত হয়। এই তালিকা পড়ে সবাই আশ্চর্য হলো এবং লোকেরা **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ ও সানা পাঠ করতে লাগলো যে, **তিনি** এমন নিদর্শন প্রকাশ করলেন, যা দ্বারা মৃত্যুর পর উঠানোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হয়ে যায়। শহরের শাসক তার বাদশাহ বাইদরুসকে এই ঘটনা সম্পর্কে জানালো, সুতরাং বাদশাহও অন্যান্য সম্মানিত লোক এবং সরদারদের নিয়ে উপস্থিত হলেন আর **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কৃতজ্ঞতার সিজদা দিলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দোয়া কবুল করেছেন। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বাদশাহের সাথে কোলাকুলি করলো এবং বললেন: আমরা তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট সমর্পন করলাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে এবং তোমার দেশকে নিরাপত্তা দান করুক আর জ্বিন এবং মানুষের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাক।

www.dawateislami.net

বাদশাহ তখনো দাঁড়িয়েই ছিলো যে, তাঁরা নিজের আশ্রয় স্থলের দিকে ফিরে গেলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের মৃত্যু দান করলো, বাদশাহ একটি গাছের কাঠ দিয়ে সিন্দুক বানিয়ে তাতে তাদের দেহসমূহ সংরক্ষন করলো আর **আল্লাহ্ তাআলা** অদৃশ্য আতঙ্ক দ্বারা তাঁদের হিফাযত করলেন, কারো ক্ষমতা নেই যে, সেখানে পৌঁছার। বাদশাহ গুহার মুখে মসজিদ বানানোর আদেশ দিলেন এবং এটি খুশির দিন নির্ধারন করে দিলো যে লোকেরা প্রতি বছর এখানে এসে ঈদের মতো উদযাপন করবে। **(সীরাতুল জীনান, পারা ১৫, কাহাফ, ৫-১০ নং আয়াতের তাফসীর, ৫/৯, ৫৪৩/৬৪১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা হতে আমাদের তিনটি মাদানী ফুল অর্জিত হয়েছে: প্রথমতো; মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠা এটা সত্যি এবং আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর ঘটনা এর নিদর্শন আর দলীল। দ্বিতীয়ত; আউলিয়াদের কারামত সত্যি, আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নবী নয় বরং বনী ঈসরাইলের ওলী, তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, গুহায় ৩০০ বছরেরও বেশি সময় তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলো। এত দীর্ঘ সময় বিনা আহারে ঘুমিয়ে থাকা আর নিশ্চিহ্ন না হওয়া নিঃসন্দেহে এটা একটি কারামত। এখানে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, কারামত ঘুমানো অবস্থায়ও প্রকাশ হতে পারে এর জন্য জেগে থাকা আবশ্যক নয়। যেমনিভাবে-

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীরে কোরআন **"সীরাতুল জিনানে"** রয়েছে: ওলীর কারামত ঘুমানো অবস্থায়ও প্রকাশ হতে পারে এবং এমনকি পরও। তাঁদের শরীরকে মাটিতে না খাওয়াও কারামতে আউলিয়া। এটা আবশ্যক নয় যে আউলিয়া নিজের ক্ষমতায় কারামত প্রকাশ করবে এবং তা তাঁর জানাও থাকবে বরং অনেক সময় ওলীর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জানা ছাড়াও কারামত প্রকাশ হয়ে যায়, যা আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর ঘটনাতে ঘটলো। **(সীরাতুল জীনান, পারা ১৫, কাহাফ, ৫নং আয়াতের তাফসীর, ১১/৫৪৪)** তৃতীয়ত; মাদানী ফুল হচ্ছে, বুযুর্গদের মাযারের পাশে মসজিদ বানানো এবং প্রতি বছর তাঁদের ওরস উদযাপন করা কখনো নিষেধ নয় বরং নেক লোকদের পদ্ধতি। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই ঘটনার আলোকে ইরশাদ করেন: বুযুর্গদের মাযারের পাশে মসজিদ বানানো ঈমানদারদের অনেক পুরোনো পদ্ধতি। বুযুর্গদের নৈকট্যে বরকত অর্জিত হয়, এজন্যই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের মাযারে লোকেরা বরকত অর্জনের জন্য যায়। কবর যিয়ারত সুন্নাত এবং সাওয়াবের কাজ।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা ১৫, কাহাফ, ২১নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ৫৫২ পৃষ্ঠা)

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি বছরের শুরুতে শোহাদায়ে উহুদদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবর যিয়ারতে (তাশরীফ নিয়ে) যেতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন: **আল্লাহ্ তাআলার** পথে তোমাদের ধৈর্য্য ধারণের জন্য তোমাদের নিরাপত্তা (সালামতি) হোক এবং তা কিরূপ উত্তম আখিরাতের ঘর (যা তোমাদেরকে এর পরিবর্তে দান করা হয়েছে)। **(মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/৩৮১, হাদীস নং-৬৭৪৫)**

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওরস উদযাপন করা এই হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। **(ফাতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/২০২)**

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বুযুর্গদের আস্তানার পাশে মসজিদ বানানো এবং বরকতের জন্য সেখানে নামায আদায় করা, কোরআন শরীফ এবং অসংখ্য হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। সুরা কাহাফে রয়েছে:

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

(পারা ১৫, সুরা কাহাফ, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শপথ রইলো যে, আমরা তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার এবং অনেক সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাযারের পাশে মসজিদ রয়েছে, এগুলো স্বয়ং সাহাবীয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বা সালিহীনগণরাই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বানিয়েছেন। বর্তমানে আউলিয়াদের মাযারের পাশে সাধারন মুসলমানরা মসজিদ বানাচ্ছে, মকবুল বান্দার পাশে নামায বেশি কবুল হয়।

www.dawateislami.net

মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) রাকাতের সমান, এটি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের কারণেই। **রব তাআলা** গুনাহগার ইসরাইলীদের ইরশাদ করেছিলেন:

وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ

(পারা ১, সুরা বাকারা, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং 'দরজা' দিয়ে সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো আর বলো, আমাদের গুনাহের ক্ষমা হোক!

আম্বিয়াদের কবরের বরকতে তাওবা কবুল হয়। (**আল্লাহ্ তাআলা**) হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ

(পারা ৩, সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এখানে প্রার্থনা করলো যাকারিয়া আপন প্রতিপালকের নিকট।

হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত সায়্যিদুনা বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের জন্য দোয়া করছিলেন। জানা গেলো, বুযুর্গদের নৈকট্যে তাওবা কবুল হয় এবং দোয়া খুবই কবুল হয়। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/৪৪০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এবং আহলে হক্ব ওলামায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এটাই অভ্যাস ছিলো যে, তারা নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মাযারে উপস্থিত হতেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনদের কর্ম পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন ইব্রাহিম জাল্লাল হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা বিন জাফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নুরাণী মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওসীলা পেশ করতাম, **আল্লাহ্ তাআলা** আমার সমস্যা সমাধান করে আমার আশা পূরণ করে দিতেন।

(তারিখুল বাগদাদ, ১/১৩৩)

২. শাফেয়ীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হতো তখন আমি দু'রাকাত নামায আদায় করে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নুরাণী মাযারে গিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট দোয়া করতাম, **আল্লাহ্ তাআলা** আমার অভাব সহসায় পূরণ করে দিতেন। (খায়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ৯৪)

www.dawateislami.net

৩. হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি সমস্যার মুখোমুখি হলাম এবং আমি খুবই অভাবে ছিলাম। আমি হযরত সায়্যিদুনা মা'রুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নুরাণী কবরে উপস্থিত হলাম, তিনবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে এর সাওয়াব তাঁর প্রতি এবং সকল মুসলমানের রূহে প্রেরণ করলাম অতঃপর আমার চাহিদা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন যে, আমি এই অবস্থায় সেখান থেকে ফিরলাম যে, আমার চাহিদা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। **(রওযুল ফায়েক, পৃষ্ঠা ১৮৮)**

৪. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ যাহরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মা'রুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযারের হাজিরী আশা পূরণ হওয়ার জন্য পরীক্ষিত এবং যে তাঁর মাযারের পাশে ১০০বার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট চায়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার চাওয়াকে পূর্ণ করে দেন। **(মানাকিব মা'রুফ কারখী, পৃষ্ঠা ২০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, **আল্লাহ্** ওয়ালাদের মাযারেরও কি অপরূপ শোভা, এখানে আগমনকারীরা খালি হাতে ফিরে যায় না বরং মনের আশা পূর্ণ হয়, আমরাও বুযুর্গদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ানোর জন্য শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে কখনো কখনো তাঁদের মাযারে হাজিরী এবং তাঁদের ওরসে অংশগ্রহন করবো। তাছাড়া ওরসের সময় নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার নিয়্যতে অত্যধিক সংখ্যক রিসালা বন্টন করার ব্যবস্থা করা, যিয়ারতকারীদের নিয়মিত নামাযের উৎসাহ প্রদান করা, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকা, মসজিদ ও ফিনায়ে মসজিদ ছাড়া সুবিধা মতো স্থানে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে মাদানী মুযাকারা দেখানোর ব্যবস্থা করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ইজতিমার দিন নিকটস্থ সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দেয়া, "মাদানী তরবিয়্যত গাহ্" বানিয়ে আশিকানে রাসুলের ফরয ইলম, সুন্নাত ও আদব শেখানোর চেষ্টা করা।

www.dawateislami.net

“ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া” কিতাবের পরিচিতি

আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শান ও মহত্ব এবং তাঁদের মাযারে হাজিরীর আরো বরকত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া”** অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি আরিফ বিল্লাহ ইমাম আব্দুল গণি বিন ইসমাইল নাবলুসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আরবী কিতাব এর উর্দু অনুবাদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে আউলিয়াদের ফযিলতের উপর কোরআনের আয়াত, হাদীস শরীফ ছাড়াও জন্ম, কারামত এবং আউলিয়াদের প্রকার, তাঁদের সাথে সম্পর্কীত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কবরের বিভিন্ন অবস্থা, নকল পীরের নিন্দা, আউলিয়াদের মাযারের বরকত, সেখানে হাজিরীর আদব এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকে একত্র করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা হতে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। তাছাড়া **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক লোকের মনে শয়তান এই কুমন্ত্রণা দেয় যে নির্দিষ্ট দিনে খুশি উৎযাপন করা বা ওরস করা জায়িয নেই। মনে রাখবেন! দিন নির্দিষ্ট করে খুশি উদযাপন করা এবং **আল্লাহ্** ওয়ালাদের ওরস করাতে শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাছাড়া এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, অযথা শরীয়াতের এই জায়িয ও মুস্তাহাব কাজকে নাজায়িয বলা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দিন নির্দিষ্ট করে খুশি প্রকাশ করা বা খুশির দিনকে নিজের জন্য ঈদের দিন ঘোষনা করা, নেক ও পরহেযগার লোকদের কর্মপদ্ধতিতে অর্ন্তভূক্ত ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের হাওয়ারীদের (অর্থাৎ নিজের অনুসারীদের) অনুরোধে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা (থালা) অবতীর্ণ হওয়া অতঃপর একে নিজের এবং নিজের গোত্রের জন্য ঈদের দিন ঘোষনা করার জন্য আরয করলেন,

যার আলোচনা পারা ৭ সূরা মায়িদা এর ১১৪ নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ৭, সুরা মায়িদা, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মরিয়ম তনয় ঈসা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্, হে আমাদের রব! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা' অবতীর্ণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ হবে-আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য এবং আপনার নিকট থেকে নিদর্শন; এবং আমাদেরকে রিয্ক্ব দান করুন, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকদাতা'।

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দোয়া দ্বারা এই শিক্ষা অর্জিত হয় যে, যেই দিন **আল্লাহ্ তাআলার** কুদরতের কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পায়, সেই দিন খুশি উদযাপন করা এবং খুশি প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মর্যাদাময় সুন্নাত। (আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৯৩) ধরে নেয়া যাক, ওরসের অনুষ্ঠানে যদি কোথাও শরীয়াত বিরোধী কাজ হয়েও থাকে, তবে এই সকল কাজকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, ওরসকে নয়। যেমনিভাবে

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৭৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জান্নাতী জেওর"** এর ২০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাযারের হাজিরী মুসলমানদের জন্য বরকত এবং সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁদের জন্য ফাতেহা ও ইছালে সাওয়াব করা মুস্তাহাব এবং মঙ্গল ও বরকতের অনেক বড় উপায়। তবে ওরসে যে শরীয়াত বিরোধী কাজ হচ্ছে, যেমন; কবরে সিজদা করা, মহিলাদের বেপর্দা হয়ে পুরুষের মাঝে ঘুরে বেড়ানো, মহিলাদের খালি মাথায় মাযারের পাশে মাতলামী করা, চিৎকার করা, নামাহারিম পুরুষদের দেখা, ঢোল তবলা বাজানো, নাচানাচি করা, এসব অশ্লীল কর্মকান্ড সর্বাবস্থায় সবখানেই নিষিদ্ধ, বুযুর্গদের মাযারের পাশে তো আরো বেশি পরিমাণে দোষনীয়।

www.dawateislami.net

কিন্তু এই অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধতার কারণে এটা বলা যাবে না যে, বুযুর্গদের ওরস হারাম, বরং এর পরিবর্তে যে কাজ সত্যিকার অর্থে হারাম এবং নিষিদ্ধ, তা বন্ধ করা আবশ্যক। নাকে যদি মাছি বসে তবে মাছি তাড়িয়ে দেয়া উচিৎ নাক কেটে ফেলে দেয়া উচিৎ নয়। এমনিভাবে যদি মূর্খ ও ফাসিকরা ওরসে কোন হারাম ও নিষিদ্ধ কাজকে অর্ন্তভূক্ত করে দেয়, তবে এই হারাম ও নিষিদ্ধ কাজকে বন্ধ করতে হবে, ওরসকে হারাম বলা যাবে না। (জান্নাতী জেওর, পৃষ্ঠা ২০৬)

হামকো সারে আউলিয়া সে পেয়ার হে,
اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! দো জাহাঁ মে আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "সদায়ে মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনের ফয়যে দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য, আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ভালবাসা ও ভক্তিকে আরো বাড়ানোর জন্য, ইলমে দ্বীন শেখা এবং আমলের উৎসাহ অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, তাছাড়া যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে সতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে প্রতিদিন "**সদায়ে মদীনা**" লাগানো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের ফযরের নামাযের জন্য জাগানোরকে "**সদায়ে মদীনা**" বলে, সুতরাং আপনিও সদায়ে মদীনা লাগান এবং মসজিদকে পরিপূর্ণ করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদায়ে মদীনা লাগানো সাহাবীদের সুন্নাত, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ফযরের নামাযের জন্য লোকদের জাগাতে জাগাতে মসজিদে যেতেন। (তাবকাতে কুবরা, ৩/৬২৩) আসুন! উৎসাহ প্রদানার্থে সদায়ে মদীনা লাগানোর এক ঈমান তাজাকারী বাহার শ্রবন করি:

www.dawateislami.net

কলেমা পাক পাঠ করতে লাগলেন

জেলা আওকাড়া (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর শহর দিয়ালপুর এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমার চাচাজান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ ছিলেন। লেখা পড়া জানতেন না, কিন্তু মাদানী কাজে অংশগ্রহন করতো। সদায়ে মদীনা লাগানো প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো এবং এজন্য ভোরে তাড়াতাড়ি জেগে অনেক দূর পর্যন্ত সদায়ে মদীনা লাগিয়ে মুসলমানদের ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন। এই অভ্যাসের কারণে তিনি "দিপালপুরে" প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার চাচা ২৬ রমযানুল মোবারক ১৪২৬ হিজরী সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) থেকে ফিরছিলেন। ইশার নামাযের সময় গাড়ি দাড়ঁ করিয়ে নামায আদায় করলেন, অতঃপর আবার রওয়ানা হলেন। গাড়ি দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলো, চাচাজান হঠাৎ উচ্চ আওয়াজে কলেমা তাইয়্যেবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন এবং বললেন: সবাই কলেমা পাঠ করো। সবাই কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা শুরু করলো, কিছুক্ষনের মধ্যেই গাড়ী হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো এবং গাড়ী গড়িয়ে পাশে খাদে গিয়ে পড়লো। অন্যান্য লোকেরা সামান্য আঘাত পেলো কিন্তু চাচাজানের আঘাত খুবই মারাত্মক ছিলো, অসহ্য কষ্টের মাঝেও তার মুখ দিয়ে উচ্চ আওয়াজে কলেমা তাইয়্যেবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অব্যাহত ছিলো এবং এভাবেই কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে করতে আমাদের চাচাজান মুহাম্মদ রফিক আত্তারী ইন্তিকাল করলেন। দ্বিতীয় দিন রমযানুল মুবারকের ২৭ তারিখ রাতে তার দাফন সম্পন্ন হলো।

একিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দার, জিসে খের সে মিল গিয়া মাদানী মাহোল।
আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা, তুম আ'জাও দেগা সিখা মাদানী মাহোল।
তুমে লুতফ আ'জায়ে গা জিন্দেগী কা, করীব আ'কে দেখো যরা মাদানী মাহোল।
ইহা সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলে গী, দিলায়ে গা খউফে খোদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬,৬৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সম্পর্কের বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পর্কেরও কি অপরূপ বাহার: আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর কুকর **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের সাথে সম্পর্কের কারণে সম্মান ও মর্যাদাবান হয়ে গেলো। মনে রাখবেন! ❀ সম্পর্ক একটি মহান বাস্তবতা ❀ সম্পর্কের কারণে অকেজো জিনিষই মূল্যবান হয়ে যায় ❀ সম্পর্ক আমাদের সমাজেও অনেক গুরুত্ব বহন করে যে, অনেক মানুষকে লোকেরা শুধুমাত্র তাদের বাপ দাদার সাথে সম্পর্কের কারণে চিনে থাকে ❀ দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের অনেক বিস্ময় দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন; পুরোনো চেয়ার, কিতাব, প্রিন্টিং, পুরোনো দিনের মুদ্রা, হাতিয়ার, তলোয়ার, উড়োজাহাজ, পোষাক, পাত্র এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম ইত্যাদি এখনো দুনিয়া জুড়ে যাদুঘরের শোভা বর্ধন করছে। এজন্যই যে এই জিনিষ গুলো এখন আর সামান্য নয় বরং পুরোনো যুগের, দেশের, বাদশাহর, গোত্রের, সংস্কৃতির এবং ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্তের কারণে এই সামান্য জিনিষগুলোও এতো প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে, যা এখন অন্যান্য মূল্যবান জিনিষের মতো খুবই নিরাপত্তার সহিত সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদি এই জিনিষগুলোর কোন বিশেষ সম্পর্ক অর্জন না হতো তবে তা অমূল্য হওয়ার পরিবর্তে তেমনিভাবে অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকতো, বরং অনেক পূর্বেই এর অস্থিত্ব বিলীন হয়ে যেতো ❀ **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে করীমে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণ, **তাঁর** সাথে সম্পর্কযুক্ত শহর, মক্কার কসম করেছেন ❀ **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবিগণের تَعَالٰى عَنْهُنَّ اَجْمَعِيْن رِضْوَانُ اللهِ যখন **রাসূলের** সাথে সম্পর্ক নসীব হলো তখন তাঁদের (উম্মাহাতুল মু'মিনীন) 'মু'মিনের মা' বলা হলো এবং মদীনার মাটির যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক নসীব হলো তখন তাতে 'খাকে শিফা' বলা হলো ❀ **মুস্তফার** সম্পর্কই সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হিদায়তের আকাশে উজ্জল নক্ষত্র বানিয়ে দিলো ❀ সম্পর্কের কারণেই সৈয়দ বংশীয়রা মহান ও উত্তম ❀ সম্পর্কের কারনেই হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমীনের عَلَيْهِ السَّلَام ঘোড়ার কদমের মাটি জীবন দানের মাধ্যম হয়ে গেলো, ❀ নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সম্পর্কের কারণেই তো বনী ইসরাইলরা 'তাবুতে সকীনা'র (প্রশান্তির কফিন) বরকতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করেছিলো,

www.dawateislami.net

❀ সম্পর্কের কারণেই তো হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শরীরকে ছুঁয়ে যাওয়া মোবারক জামার বরকতে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো ❀ বিশেষ দেশ, শহর, এলাকা, অলি গলি, কসবা, মহল্লা, মাস, দিন, তারিখ, গোত্র, স্থান ও ব্যক্তিত্ব এমনকি দৈনন্দিন ব্যবহৃত হওয়া সাধারণ জিনিষও শ্রদ্ধা ও সম্মানিত হয় এই সম্পর্কের কারণেই।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সম্পর্কের গুরুত্বকে আরো উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন: সাফা ও মারওয়া সেই পাহাড়, যেখানে হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا পানিরে খোঁজে ৭ বার চড়লো এবং নামলো। সেই **আল্লাহ্** ওয়ালীর পদচিহ্ন পড়ার বরকতে এই দুটি পাহাড় **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন হয়ে গেলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাজীদের উপর এই পবিত্র রমনীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا অনুসরণে ৭ বার চড়া এবং নামা আবশ্যক হয়ে গেলো। বুযুর্গদের কদম লাগার কারণে সেই জিনিষ **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন হয়ে যায়। মকামে ইব্রাহীম হচ্ছে সেই পাথর, যাতে দাঁড়িঁয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সম্মানিত কাবা ঘরকে নির্মান করেছিলেন, সেটিও হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর বরকতে **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন হয়ে গেলো এবং এর সম্মান করা এমনভাবে আবশ্যক হয়ে গেলো যে তাওয়াফের নফল নামায এর সামনে দাঁড়িঁয়ে আদায় করা সুন্নাত হয়ে গেলো, যেন সিজদায় মাথা এই পাথরের সামনে (**আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে) ঝুঁকে। যখন বুযুর্গদের কদম পড়ার কারণে সাফা ও মারওয়া এবং মকামে ইব্রাহীম **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন হয়ে গেলো এবং সম্মানের পাত্র হয়ে গেলো তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام কবর যেখানে তাঁরা অনন্ত অবস্থান করছেন, তবে নিঃসন্দেহে তা **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন এবং তাঁর সম্মান আবশ্যকীয়। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن এর গুহা যেখানে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছেন, পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানেরা সেখানে মসজিদ বানিয়েছেন এবং **রব তাআলা** তাদের এই কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি, যা থেকে জানা গেলো, সেই জায়গা **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শন হয়ে গেছে, যার সম্মান আবশ্যক হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

যে পশু কোরবানির জন্য বা কাবা শরীফের জন্য নির্ধারণ করা হয় তা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিদর্শণ হয়ে যায় এবং তার সম্মান করা উচিৎ, যেমনিভাবে কোরআন শরীফের জুযদান, কাবা শরীফের গীলাফ, যমযমের পানি এবং মক্কা ভূমি ইত্যাদির সম্মান করা আবশ্যক, কেননা এগুলো **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়দের সাথে সম্পর্কীত, সুতরাং এই সবের সম্মান করা আবশ্যক। তুরে সীনা পাহাড় এবং মক্কা শরীফ এজন্যই সম্মানীত হয়েছে যে তুরের সাথে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং মক্কা শরীফের সাথে আমাদের **প্রিয় নবী, হাবীবুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক রয়েছে। সারমর্ম হচ্ছে, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়দের জিনিষ **আল্লাহ্ তাআলা**র নিদর্শণ, **আল্লাহ্ তাআলা**র নিদর্শণের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কোরআনী ফাতোয়া দ্বারা অন্তরের তাকওয়া, সুতরাং কোন ব্যক্তি নামাযী রোযাদার তো বটে, তবে তার অন্তরে তাবার্‌রুকাতের সম্মান নাই, তাহলে সে অন্তরের পরহেযগার নয়। **(ইলমে কোরআন, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)**

দুনো আ'লম মে হুয়া ওহ সুর খুরু, জিস কোর উন কি চশমে রহমত মিল গেয়ী।
মে ইমাম আহমদ রযা কা হোঁ গোলাম, কিতনি আ'লা মুঝকো নিসবত মিল গেয়ী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষন আমরা (উত্তম) সম্পর্কের উপকারীতা প্রত্যক্ষ করলাম, যদি আমরা আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن এর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করি তবে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সেখানেও আমাদের সম্পর্কের ফয়য দেখা দিবে। কুকুরকে সাধারনত একটি নগন্য প্রাণী মনে করা হয়, পথ চলা লোকদের প্রতি ঘেউ ঘেউ করা তার অভ্যাস, কিন্তু যদি এমন প্রাণীর **আল্লাহ্** ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক ও সঙ্গ মিলে যায়, তবে তা আর সাধারণ কুকুর থাকে না বরং তার মান ও মর্যাদা এবং গুরুত্ব ও সম্মান অনেক গুন বেড়ে যায়। আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن এর কুকুরেরও কিছুটা এমন অবস্থা যে, যা পূর্বে এক সাধারণ কুকুর ছিলো কিন্তু তার আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن সাথে ভালবাসা ও প্রেম হয়ে গিয়েছিলো,

www.dawateislami.net

সুতরাং সে এই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের সাথী ও সফর সঙ্গী এবং তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষি হয়ে গেলো, আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সঙ্গ ও সম্পর্কের বরকতই বা কি নসীব হলো, তার তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো এবং তার মর্যাদা ও স্থান এতোই উচ্চ হলো যে, **রব্বে যুলজালাল তাঁর** পবিত্র কালাম কোরআনে করীমে **তাঁর** মকবুল বান্দা অর্থাৎ আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن পাশাপাশি এই কুকুরেরও আলোচনা করেন, যেমনি ভাবে পারা ১৫ সূরা কাহাফ এর ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ

(পারা ১৫, সুরা কাহাফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল ইম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে বলেন: বুযুর্গদের সঙ্গ কুকুরের উপর এতোই প্রভাব বিস্তার করলো যে, এর মর্যাদাপূর্ণ যিকির কোরআনেও এসেছে এবং এর নাম ওযীফা স্বরূপ পাঠ করা হয়, এর অনন্ত জীবন নসীব হলো। মাটি একে খাবে না। তবে যে মানুষের নবীর সঙ্গ নসীব হয়েছে তাঁর সম্পর্কে কি আর বললো!

(নুরুল ইরফান, পারা ১৫, কাহাফ, ১৮নং আয়াতের তাফসীর, পৃষ্ঠা ৪৭০)

কুকুরের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার ওযীফা

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: তাফসীরে সালাবীতে রয়েছে; যে কোন লোক এই বাক্য وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ লিখে নিজের সাথে রাখবে, তবে সে কুকুরের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, কাহাফ, ১৮ নং আয়াতের তাফসীর, ৫৫১ পৃষ্ঠা)** যদি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আক্রমন করে তবে এই কোরআনী আয়াত পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ কিছুই করতে পারবে না। **(সগে মদীনা বলা কেমন?, ৩১ পৃষ্ঠা)**

আসহাবে কাহাফের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কুকুরের মর্যাদা ও স্থান বর্ণনা করতে গিয়ে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

আসহাবে কাহাফের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن কুকুর বালআম বাউরের আকৃতীতে জান্নাতে যাবে এবং সে এই কুকুরের আকৃতিতে দোযখে যাবে। তা (অর্থাৎ আসহাবে কাহাফের কুকুর) **আল্লাহ্ তাআলার** প্রেমিকদের সঙ্গ দিয়েছে, **আল্লাহ্ তাআলা** একে মানুষ বানিয়ে জান্নাত দান করবেন এবং সে (অর্থাৎ বালআম বাউর) **আল্লাহ্ তাআলার** প্রেমিকের সাথে শত্রুতা করেছে (পরিনাম সে ধ্বংস হয়ে গেছে)।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল ইম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: কয়েকটি পশু জান্নাতে যাবে: (১) **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উটনী কাসওয়া, (২) আসহাবে কাহাফের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن কুকুর, (৩) হযরত সায়্যিদুনা সালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উটনী এবং (৪) হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর লম্বা কান বিশিষ্ট পশু (গাধা)। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৭/৫০১)**

অপর এক জায়গায় বলেন: যদি জমিন মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায় তবে এর শান ও মহত্ব বেড়ে যায়, আসহাবে কাহাফের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن কুকুরটি তার জীবন **আল্লাহ্ তাআলার** প্রেমিকদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলো তাই তার অনন্ত জীবন নসীব হলো, জমিন এবং কুকুর জীবন ওয়াকফ করার কারণে শানদার হয়ে গেছে, তবে যদি মানুষ নিজের জীবন **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি ও খুশির উদ্দেশ্যে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দেয় তবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ফিরিশতাদের চেয়েও উত্তম হয়ে যাবে।

(তাফসীরে নঈমী, পারা ৩, বাকারা, ২৭৩ নং আয়াতের তাফসীর, ৩/১৩৪)

আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের ভালবাসার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: যেখানে নেক বান্দা এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সংস্পর্শে থাকার বরকতে একটি কুকুর এতো উচ্চ মর্যাদা পেয়ে গেছে যার আলোচনা **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে করীমে করেছেন, তবে সেই মুসলমানের ব্যাপারে তোমার কি ধারনা, যে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং নেক বান্দাদের সাথে ভালবাসা পোষনকারী এবং তাঁদের সংস্পর্শে থেকে উপকৃত হয় বরং এই আয়াতে মোবারাকা দ্বারা সেই সব মুসলমানদের জন্য সান্তনা রয়েছে, যারা কোন উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা ১৫, কাহাফ, ১৮ নং আয়াতের তাফসীর, ১০ম অংশ, ৫/২৬৯)**

www.dawateislami.net

অর্থাৎ তাদের জন্য সান্তনা যে, তারা নিজের এই ভালবাসা ও ভক্তির কারণে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সফল হবে। (সীরাতুল জীনান, পারা ১৫, কাহাফ, ১৮ নং আয়াতের তাফসীর, ৫/৫৫০)

খাক মুঝ মে কামাল রাখা হে, মুর্শিদী নে সাম্ভাল রাখা হে।
মেরে আইবোঁ পে ডাল কর পরদা, মুঝ কো আচ্ছো মে ডাল রাখা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ্** ওয়ালাদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভক্তি রাখা এবং তাঁদের দেখানো পথে চলে নিয়মিত নামায আদায় করা, তাছাড়া উত্তম চরিত্র গঠন করে মন্দ কাজ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচানোর পুরোপুরি চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে **আল্লাহ্** ওয়ালাদের সাথে বেআদবী, শত্রুতা এবং বিরোধীতা করা থেকে বেঁচে থাকা, কেননা এর প্রতিফল খুবই ভয়ানক। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" অর্থাৎ যে আমার কোন ওলীর (বন্ধু) সাথে শত্রুতা পোষন করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করি।" (বুখারী, ৪/২৪৮, হাদীস নং-৬৫০২)

বেআদবীর নিন্দা করতে গিয়ে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَدَبُ السُّوْءِ كَعِرْقِ السُّوْءِ" অর্থাৎ বেআদবী খুবই মন্দ স্বভাবের একটি।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৫৫, হাদীস নং-১০৯৭৪) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমাদের অত্যাধিক জ্ঞানের পরিবর্তে সামান্য আদব থাকা বেশি জরুরী। (রিসালা কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, পৃষ্ঠা ৩১৭) আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا اَدَبَ لَهٗ অর্থাৎ যে বাআদব (আদব সম্পন্ন) নয় তার কোন দ্বীন নাই।" (ফাতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/১৫৮) কোন এক দানার উক্তি হলো: "مَاوَصَلَ مَنْ وَصَلَ اِلَّا بِالْحُرْمَةِ وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ اِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ অর্থাৎ যে যা কিছুই পেয়েছে, আদব ও সম্মান করার জন্যই পেয়েছে এবং যে যা কিছুই হারিয়েছে আদব ও সম্মান না করার জন্যই হারিয়েছে।" (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৯)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ প্রবাদ হচ্ছে; **"বা আদব বা নসীব, বে আদব বে নসীব"** সুতরাং সকল মুসলমানের উচিৎ, বে আদবী এবং বে আদব থেকে দূরে থাকা এবং মনে প্রাণে **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের আদব করা, কেননা আদব (শিষ্টাচার) মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধি দান করে, এটা সেই অমূল্য জিনিষ, যার শিক্ষা স্বয়ং **রাব্বে কায়েনাত তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেছেন। যেমন-

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَدَّبَنِیْ رَبِّیْ فَاَحْسَنَ تَاْدِیْبِیْ" অর্থাৎ আমাকে আমার **রব (আল্লাহ্) তাআলাই** আদব শিখিয়েছেন এবং খুবই উত্তম আদব শিখিয়েছেন।" (জা'মে সগীর, পৃষ্ঠা ২৫, হাদীস নং-৩১০) যাই হোক সম্মান ও অপমান সব **আল্লাহ্ তাআলার** ইচ্ছাধীন, **তিনি** চাইলে নিজের প্রিয়দের সাথে সম্পর্ক এবং আদব করার বরকতে একটি কুকুরকেও ধন্য করে দেন এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পড়িয়ে তাকে জান্নাতের সম্মান দান করেন এবং চাইলে বালআম বিন বাউরের মতো দরবারের প্রিয়কে বেআদবী ও অভদ্রতার কারণে দরবার থেকে তিরস্কার করে দেন।

বালআম বিন বাউর বনী ইসরাইলের অনেক বড় আলীম ছিলো। মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলো (অর্থাৎ তার দোয়া কবুল হতো), সম্পদের লোভে পড়ে সে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য বদ দোয়া করতে চাইলো, যে বাক্য হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য বলতে চাইতো, তা নিজের জন্য বের হয়ে যেতো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ধ্বংস করে দিলেন। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট আমরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবোঁ সে,
আউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভী বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামেয়াতুল মদীনা অনলাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনে ইসলামের খিদমতে লিপ্ত রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"জামেয়াতুল মদীনা অনলাইন"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! জামেয়াতুল মদীনা অনলাইনের অধীনেও বিভিন্ন কোর্স শুরু করা হয়েছে, এই কোর্স সমূহ কি কি? আসুন! এই কোর্সের কিছু ঝলক শ্রবন করি: ❀ তাহারাত (পবিত্রতা) কোর্স, ❀ নামায কোর্স, ❀ আকাঈদ ও ফিকাহ কোর্স, ❀ ফয়যানে যাকাত কোর্স, ❀ দরসে নিজামী অনলাইন, ❀ ফয়যানে বাহারে শরীয়াত কোর্স, ❀ ফয়যানে ফরয উলুম কোর্স, ❀ ফয়যানে তাফসীর কোর্স, ❀ কাফন ও দাফন কোর্স, ❀ ফয়যানে তাফসীরে সীরাতুল জীনান কোর্স, ❀ ফয়যানে রমযান কোর্স, ❀ কোরবানী কোর্স ইত্যাদি। প্রতিটি কোর্সের সময় এবং মেয়াদ আলাদা, এই সকল কোর্সে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়ের সাইট (www.dawateislami.net) এ দেয়া আছে।

তাছাড়া এই নাম্বার গুলোতে +৯২৩২১ ২৭৯৯৪৮৪/+৯২৩৩৩ ৫২৬২৫২৬ কল অথবা ওয়াটসআপ (WhatsApp) এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যাবে। এই কোর্স সমূহ করার আগ্রহী ইসলামী ভাই নিজের সুযোগ অনুযায়ী ডবল ১২ ঘন্টার (২৪) মধ্যে যে কোন সময় নির্ধারণ করতে পারবেন।

আল্লাহ্ করম এয়ছা কারে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম:

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن অর্থাৎ গুহা ওয়ালা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন।

www.dawateislami.net

❖ আসহাবে কাহাফগণ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن ঈমানের হিফাযতের মাদানী জযবায় উজ্জীবিত নেক লোক ছিলো।

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর বরকতে অসংখ্য লোক গোমরাহ হওয়া থেকে মুক্তি পেল।

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর শরীর মোবারক অনেক দিন যাবত ঘুমানোর পরও অক্ষত ছিলো, যা তাঁদের প্রকাশ্য কারামত।

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن নামায আদায়কারী এবং সালামকে প্রসারকারী লোক ছিলো।

❖ **আল্লাহ্ তাআলা** সেই গুহার নিকটে ও আশপাশে এক বিশেষ অদৃশ্য আতঙ্ক দ্বারা আসহাবে কাহাফদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن নিরাপত্তা দান করেছিলেন।

❖ মাযারে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে দোয়া করা, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْن কর্মপদ্ধতি।

❖ মাযারের নিকটে মসজিদ বানানো নেক লোকদের পদ্ধতি।

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর কুকুর, **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং তাঁদের আদব করে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মকবুল এবং জান্নাতী হয়ে গেছে।

❖ আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর নাম সমূহের বরকতে আগুন থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়, আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর নাম সমূহের বরকতে বিনিয়োগ নিরাপদ থাকে, আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর নাম সমূহের বরকতে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ফিরে আসে, মোটকথা এই ওলীদের নামের বরকতে অসংখ্য পেরেশানি থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** আসহাবে কাহাফ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن এর ওসীলায় আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আদব ও সম্মান করার এবং তাঁদের প্রতি সত্যিকার ভক্তি ও ভালবাসা নসীব করুক। اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতকে মোতাবেক মে হার এক কাম কারোঁ কাশ,
তু পেয়করে সুন্নাত মুঝে কাশ! বানাদে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

❀ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (**অনুবাদ: আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই) (আবু দাউদ, ৪/ ৪২০, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে, বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ❀ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। ❀ **আল্লাহ্**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, ❀ যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন:اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ- আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯/৬৮২) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ- হে নবী! আপনার উপর সালাম)।

www.dawateislami.net

কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬/৯৬। শরহুস শিফা লিল কারী, ২/১১৮) ❀ যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি ? ❀ যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। ❀ উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান, যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, ❀ কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, ❀ বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো,
পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে,
হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২ টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net